দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2 6 JUN 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

১৫

ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ হাসিনা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার দল ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে ২৯, মিন্টো রোডস্থ বিরোধীদলীয় নেত্রীর সরকারী বাসভবনে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি আলোচনা করছিলেন।

শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনাকে ফুলের তোড়া উপহার দেন। সমিতির সভাপতি মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান ও মহাসচিব মুনছুর আলী জাতীয়করণ করার পূর্ব পর্যন্ত বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের ১,৫০০ টাকা ভাতাসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিভিন্ন দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি সভানেত্রীকে প্রদান করেন। তারা শিক্ষকদের দাবিসমূহ এবং তা আদায়ের লক্ষ্যে গৃহীত আন্দোলনের কর্মসূচীসহ বিভিন্ন বিষয়ে সভানেত্রীকে অবহিত করেন। শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বেসরকারী শিক্ষকদের দাবি আদায়ের ব্যাপারে সভানেত্রী শেখ হাসিনার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

হাসিনা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৬

হাসিনা ঃ প্রাথমিক শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শেখ হাসিনা ধৈর্য সহকারে শিক্ষক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শুনেন। পরে তিনি বলেন, বাংলাদেশে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত যেন দেশের প্রতিটি নাগরিক তার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা ও গুণাবলীর বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়। সমাজের প্রতিটি স্তরে তারা এই শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারে এবং সমাজের চাহিদা মিটাতে পারে। সমাজের প্রত্যেক মানুষের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় সমান সুযোগ দিতে হবে। সকলের জন্য একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের আলোকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সম্পূর্ণ নতুন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। এই কার্যক্রমে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহায়তায় জাতীয় কল্যাণে কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। আমরা দলীয়ভাবে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করছি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সহজলভ্য করে তোলার লক্ষ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার স্বাধীনতার পর ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ দেশের সমুদয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সরকারী কর্মচারীর মর্যাদা প্রদান করেন। অনুরূপভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক মান-উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শহীদ হবার পর হতে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বা সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে পরবর্তী সরকারগুলো নিদারুণ ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে আসছে।

শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৭৩ সালে দেশে শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ২৬ ভাগ। আজ সে হার কমে শতকরা ২০ ভাগেরও নিচে নেমে এসেছে। দেশে মানুষ বেড়েছে, কিন্তু শিক্ষিতের হার কমেছে। এই অবস্থা মেনে নেয়া যায় না। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।

শেখ হাসিনা বলেন, প্রতিটি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা সংসদে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম। সরকারী দল তা ভোটে দিয়ে সেটা বাতিল করে দিয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে তার উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন।

এ সময় আওয়ামী লীগের সহ-প্রচার সম্পাদক আবদুল মান্নান এবং শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সভাপতি ও মহাসচিব ছাড়াও আবুল হোসেন, মীর্জা ফয়েজ আহম্মদ, আলতাফ হোসেন, আবুল কাশেম, জাকাতুল্লাহ, সুলতান আহমেদ, জামাল উদ্দিন ও সুনীল চন্দ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।